দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 1993
পৃষ্ঠা … কলাম …

যত দোষ নন্দ ঘোষ

পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধ কল্পে সরকার বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যবস্থা যতই নেয়া হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যত দোষ নন্দ ঘোষ। অর্থাৎ পরীক্ষায় নকলপ্রবণতার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে সহজ, সরল ও নিরীহ শিক্ষকবৃন্দকেই দায়ী করা হয়।

এই তো সেদিন শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এসএসসি '৯৩ পরীক্ষার্থীদের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক বিষয়ের পাস নম্বর প্রসঙ্গে সরকার একটা যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিলেন।

কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হল সরকারী সিদ্ধান্ত। এসএসসি পরীক্ষার্থীরা বলতে গেলে দুধের শিশু। তাদের চাপে সরকার যেখানে ব্যর্থ, একজন শিক্ষক সেখানে কতটা শক্ত বা নীতিবান থাকতে পারেন।

আমি অবশ্য একথা বলছি না যে, সমস্ত শিক্ষকই ধোয়া তুলসী পাতা। দোষী ব্যক্তির শাস্তি আমাদের কাম্য। কিন্তু দুঃখ লাগে তখন যখন, সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজকে দায়ী করা হয়।

শিক্ষাঙ্গন

থানা পর্যায়ের যে সমস্ত স্কুলের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে সে সমস্ত স্কুলগুলি সরকারীকরণ করা হলে এই সমস্যার অনেকটা লাঘব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার পূর্বেই সরকারের মহৎ যুক্তিসঙ্গত ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ "সরকারীকরণ কর্মসূচী" শুরু করার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

শুধু শিক্ষক নয়, দল-মত নির্বিশেষে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী তথা সরকারের একমাত্র সার্বিক সক্রিয় সহযোগিতাই পারে নকলপ্রবণতার মত এই জঘন্যতম অপরাধ দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে।

তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে শিক্ষা ক্ষেত্রের সবচেয়ে ধিক্কার ও ন্যক্কারজনক অপরাধ নকলপ্রবণতা দমনে সরকারকে সাহায্য করি এবং দেশ ও জাতিকে রক্ষা করি।

—সুনীল কুমার গোস্বামী

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

মেডিক্যালে চান্স পেয়ে ডাক্তার হবার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে একজন ছাত্র/ছাত্রী ছোট থেকেই কঠোর অধ্যয়ন-অধ্যবসায়-এর মাধ্যমের নিজকে গড়ে তোলে। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, দিন দিন মেডিক্যাল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষা জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত যোগ্যতা ও ভাল মার্কস থাকা সত্ত্বেও অনেক ছেলে-মেয়ে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবন-যাপন করছে। এর মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন যদি দুরূহ ও দুর্বোধ্য হয়— তবে তা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর সামিল। আমরা বর্তমানে প্রচলিত MCQ পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি না। বরং MCQ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তবে, MCQ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উত্তরগুলোর মধ্যে একটি শুদ্ধ উত্তর থাকার কথা। কিন্তু কয়েক বছর যাবত দেখা যাচ্ছে যে, অনেক MCQ-এর উত্তরে একটি সঠিক উত্তর না থেকে দু'টি বা তিনটি সঠিক উত্তর থাকে। কখনো দেখা যায়, কোন শুদ্ধ উত্তরই দেখা যায় না। অর্থাৎ উত্তরপত্রের উক্ত নম্বরটি ফাঁকা রাখতে হয়। এতে প্রশ্নের যোগ্যতা ও উত্তরের সার্থকতা বিনষ্ট হয়। আবার এর ফলে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর একজন উত্তরদাতার মাথা গরম হতে বাধ্য। নিম্নোক্ত দুটি MCQ দেখা যাক:

১। কোনটি মাছ? (ক) তিমি
(খ) তারা
(গ) চিংড়ি
(ঘ) শিশু

২। প্রজাপতি পাখি নয়, কারণ—
(ক) সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ আছে,
(খ) পালক নাই
(গ) পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান
(ঘ) দু'টি নিলয়ে অক্সিজেন যুক্ত ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্তপৃথক।

উপরের ১ নংটিতে উত্তর নেই অর্থাৎ ফাঁকা, আর দ্বিতীয়টিতে ১ম তিনটি সঠিক।

আমরা চাই, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধর্মানুযায়ী প্রশ্নমালা তৈরী করা হোক এবং এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুনজর দেবেন।

—নাজমা শাহীন